

## পঞ্চমবারের মতো পেছাল এসএসসি পরীক্ষা

■ সমকাল প্রতিবেদক ও সিলেট ব্যারো হরতালের কারণে এ নিয়ে পাঁচবার পেছাল এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। আজ বুধবারের নির্ধারিত পদার্থবিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। এ পরীক্ষা ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল ৯টায় শুরু হবে। বিএনপি নেতৃহীন ২০ দল শুক্রবার ভোর ৬টা পর্যন্ত হরতাল বর্ধিত করায় এসব পরীক্ষা পেছানো হয়।

গতকাল বিকেলে সিলেট সার্কিট হাউসে এক প্রেস কনফারেন্সে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পরীক্ষা পেছানোর এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এক চরম দুরবস্থা এবং সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বিএনপি-জামায়াতসহ ২০ দলীয় জোট

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

## পঞ্চমবারের মতো পেছাল

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]  
অবরোধ ও হরতাল দিয়ে ডেকে এনেছে এই সর্বনাশ। হরতাল-অবরোধের নামে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষকে নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তারা। আন্দোলনকারীদের মনে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দিনের পর দিন নেতাদের গোপন নির্দেশনায় মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। অনেক বেশি মানুষ ওরুতর পসু হয়ে চরম দুরবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। এর পরও হরতাল-অবরোধ আহ্বানকারীদের মনে কোনো দাগ কাটে না। মন্ত্রী বলেন, দু'চারদিন পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া ছিল ভিন্ন

বিষয়। দিনের পর দিন পরীক্ষা পিছিয়ে নিতে হচ্ছে। আন্দোলনকারী নেতাদেরও মনে রাখা উচিত, এরাই দেশের ভবিষ্যৎ। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা নৃশংসতার শিকার হতে পারে।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে মোট ৫ কোটি শিক্ষার্থীর সবাইকে নিয়ে আমরা খুবই বিপদে রয়েছি। এবার প্রায় ১৫ লাখ পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। যেভাবেই হোক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি ঘোটেও রাজনৈতিকভাবে দেখা হচ্ছে না। তিনি বলেন, আজ যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তারা এ দেশের সন্তান। শিক্ষামন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন, বার বার আমরা মিনতি করেছি, আপনারা এদের পরীক্ষা দিতে দেন। অন্তত দুই ঘণ্টা করে চার ঘণ্টা সময় দিতে বলেছি। বাকি সময় দিন-রাত হরতাল করেন। এত আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তাদের মনে দয়ার উদ্বেক হয়নি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার ও সিলেটের জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।